বিদ্যালয় পরিক্রমা

ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ বা জ্ঞানের নবনব আলোকে উদ্ভাসিত আলোকচ্ছটায় জাগ্রত গণসচেতনতার প্রভাবে বিংশ শতাব্দীর বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী সময়ের নারী শিক্ষার গুরুত্ব অনুভব অনুভূত হওয়ার প্রেক্ষিতে পুরনো ঢাকা বাহাদুর শাহপার্ক ও সদরঘাট সংলগ্ন বাংলাবাজারের কেন্দ্রস্থল জনসন রোডে গড়ে ওঠে ''বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ।'' জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বদক্ষিণ পাশে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়টি প্রাচীনতম বিদ্যালয় গুলোর অন্যতম ।ঘনবসতিপূর্ণ এ বিদ্যালয়টি নারীশিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের বহুবরেণ্য ও কৃতিছাত্রী সৃষ্টিতে এই বিদ্যালয়ে রয়েছে সুমহান ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা তেমন কিছু ছিল না ।খিস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে বাংলার তৎকালীন লেফটেন্যান্টগভর্নর স্যার এশলীইডেনের নাম অনুসারে প্রথম বাংলা বালিকা বিদ্যালয় ঢাকায় লক্ষ্মীবাজারে স্থাপিত হয় ।বিদ্যালয়টির নাম ছিল 'ইডেন গার্লস হাই স্কুল'।সেই স্কুলে পড়ার সৌভাগ্য ছিল কেবল মাত্র হাতে গোনা অভিজাত শ্রেণী ও সরকারিউচ্চ-পদস্থ কর্মচারীদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন মেয়ের ।মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের সে স্কুলে পড়া ছিল শুধুই স্বপ্নমাত্র। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে এদেশের জনগণ নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হন ।সে সময় ঢাকার অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর সমিতির কর্মীবৃন্দ স্থানীয় ভাবে বালিকা বিদ্যালয়ের অভাব বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন ।তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন লীলানাগ , পরবর্তীতে যাঁর নাম হয়েছিল লীলারায়- যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাস করার গৌরব অর্জন কারী প্রথম নারী শিক্ষার্থী , স্বদেশী আন্দোলনের সিপাহীদের সহায়তায় স্থানীয় ভাবে কয়েকটি স্কুল তৈরি করেন।এর মধ্যে দীপালি-১ ও দীপালি-২ এবং নারী শিক্ষা মন্দির উল্লেখযোগ্য ।দিপালী ২নং স্কুলটিই বর্তমানের 'বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়'।লীলারায় ও তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে সে সময় দূর করে ছিলেন শতাব্দীকালের অমানিশার অন্ধকার ।এই আলোকচ্ছটায় আজও উদ্ভাসিত হচ্ছে শতসহসনারী শিক্ষার্থী। পড়ে সে সময় হিন্দু ছাত্রীরা দেশ ত্যাগ করে ভারতে বিশেষ করে কলিকাতায় চলে যাওয়ায় শিক্ষা-দীক্ষায় অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর গুটি কয়েক মুসলমান ছাত্রী নিয়ে জরাজীর্ণ ভবনে চলছিল বিদ্যালয়ের কার্যক্রম । তহবিলে টাকা নেই , স্কুলে শিক্ষিকা নেই । চারদিকে শুধু হতাশা আর নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যেও তখনকার প্রধান শিক্ষিকা প্রিয়বালা গুহ মুস্তাফীর আপ্রাণ চেষ্টায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম কোনক্রমে চলছিল ।অত্যন্ত মিষ্টভাষী, সদালাপী, বুদ্ধিদীপ্ত, পাতলা ছিপছিপে গড়নের এক প্যাচ শাড়ি পরিহিতা, চোখে রিমলেস সোনালি ফ্রেমের চশমায় সকলের প্রিয়